রোমের ইমানদারদের কাছে লেখা হযরত পৌল রা. চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ১০

[১] ভাই ও বোনেরা, তাদের জন্য আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ও আল্লাহর কাছে মোনাজাত এই যে, তারা যেনো নাজাত পায়।

[২]তাদের পক্ষে আমি এই সাক্ষ্য দিতে পারি যে, আল্লাহর প্রতি তাদের গভীর উৎসাহ আছে, কিন্তু তা আলোকিত নয়।

[৩]কারণ যে-ধার্মিকতা আল্লাহর কাছ থেকে আসে, সে-সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ ছিলো, এবং তারা তাদের নিজস্ব ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করছিলো; তাই তারা আল্লাহর ধার্মিকতার কাছে নিজেদেরকে সম্পর্পণ করেনি।

[৪]কারণ মসিহ হলেন শরিয়তের শেষ, যাতে যারা ইমান আনে তারা প্রত্যেক ধার্মিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

[৫]শরিয়তের ভেতর দিয়ে যে ধার্মিকতা আসে, সে-সম্বন্ধে হযরত মুসা আ. লিখেছেন, "যে-লোক এসব বিষয় পালন করে, সে এগুলোর মাধ্যমেই জীবন পাবে।"

[৬]কিন্তু ইমান আনার মাধ্যমে যে-ধার্মিকতা লাভ করা যায়, তা একথা বলে- "তোমরা মনে মনে বলো না যে, 'কে বেহেস্তে উঠবে?'" অর্থাৎ মসিহকে আনার জন্য কে বেহেস্তে উঠবে? [৭]"অথবা 'কে পাতালে নামবে' " ? অর্থাৎ মৃতদের মধ্য থেকে মসিহকে উঠিয়ে আনার জন্য কে পাতালে নামবে?

[৮]তাহলে একথার অর্থ কী? "কালাম তোমার কাছে, তোমার মুখে ও তোমার অন্তরে আছে" (অর্থাৎ ইমানের কালাম যা আমরা ঘোষনা করি);

[৯]কারণ, তুমি যদি মুখে হযরত ইসা আ. কে মুনিব বলে স্বীকার করো এবং অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করো যে, আল্লাহ তাঁকে মৃত থেকে জীবিত করে তুলেছেন, তাহলে তুমি নাজাত পাবে।

[১০]কেননা, কেউ অন্তরে ইমান আনলে ধার্মিক বলে গণ্য হয়, এবং যে কেউ মুখে স্বীকার করে সে নাজাত পায়। [১১]হযরত ইসাইয়া আ. এর কিতাবে লেখা আছে, "যে কেউ বিশ্বাস করে, সে লজ্জিত হবে না।" [১২]কারণ, ইহুদি ও অ-ইহুদির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; সকলের আল্লাহ সেই একই আল্লাহ, এবং যারা তাঁকে ডাকে, তাদের সবার প্রতি তিনি দয়ালু।

[১৩]কারণ, "যে কেউ রাব্বুল আলামিনের নামে ডাকে, সে নাজাত পাবে।" [১৪]কিন্তু যাঁর ওপরে তারা ইমান আনেনি, তাঁকে তারা ডাকবে কীভাবে? এবং যাঁর বিষয়ে তারা কখনো শোনেনি, তাঁর ওপরে তারা কীভাবে ইমান আনবে? এবং কেউ যদি তাঁর কথা তাদের না বলে তাহলে তারা কীভাবে শুনবে?

[১৫]আর তাদেরকে পাঠানো না হলে তারা কীভাবে তাঁর কথা প্রচার করবে? যেমন হযরত ইসাইয়া আ. ও হযরত নহিমিয়া আ. এর কিতাবে লেখা আছে, "যারা সুখবর প্রচার করে তাদের পা কতোই না সুন্দর!" [১৬]কিন্তু সবাই সুখবরের বাধ্য হয়নি; একারণে হযরত ইসাইয়া আ. বলেন, "ইয়া রাব্বুল আ' লামিন, আমাদের কথায় কে ইমান এনেছে?"

[১৭]সুতরাং ইমান আসে শোনার মধ্য দিয়ে, আর যা শোনা যায় তা আসে মসিহের প্রচারিত বাণীর মধ্য দিয়ে।

[১৮]কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি, তারা কি শুনতে পায়নি? নিশ্চয়ই তারা শুনতে পেয়েছে; কারণ "তাদের আওয়াজ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে, এবং তাদের বাণী দুনিয়ার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।"

[১৯]আমি আবার জিজ্ঞেস করি, বনি-ইস্রায়েল কি বুঝতে পারেনি? প্রথমে হযরত মুসা আ. বলেন, "যারা কোনো জাতিই নয়, তাদের মাধ্যমে আমি তোমাদের হিংসা জাগিয়ে তুলবো; একটি বোকা জাতিকে দিয়ে আমি তোমাদেরকে রাগিয়ে তুলবো।"

[২০]পরে হযরত ইসাইয়া আ. আরো সাহসের সাথে বলেছেন, "যারা আমার খোঁজ করেনি, তারা আমাকে পেয়েছে; যারা আমাকে ডাকেনি, তাদের কাছে আমি নিজেকে প্রকাশ করেছি।"

[২১]কিন্তু বনি-ইস্রাইলের বিষয়ে তিনি বলেছেন, "আমি সারাদিন ধরে এক অবাধ্য ও একগুঁয়ে জাতির দিকে আমার হাত বাড়িয়ে রয়েছি।"